দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 2007
পৃষ্ঠা 12 কলাম 8

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ভর্তি পরীক্ষা বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা

শাহজাহান শুভ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের অনার্স ভর্তি পরীক্ষা বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেশন জটসহ নানা কারণে প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ই ডিসেম্বরের আগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা ভাবছে না। ফলে এইচএসসি পাস করা বিপুল শিক্ষার্থীর মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। এদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া এ বছরও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একযোগে বন্ধ থাকায় এ বছর ভর্তি পরীক্ষা দেরীতে অনুষ্ঠিত হবে। সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হওয়ায় কয়েকশ' পরীক্ষা

পৃঃ ৮ঃ কঃ ৪

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

স্থগিত হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি সেশনের জায়গায় বর্তমানে সাত সেশনে পাঠদান হচ্ছে। অন্যদিকে গত শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রেডিং ও সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হলেও পড়ালেখায় তেমন গতি পায়নি। অধিকাংশ অনুষদে প্রথম বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি। তড়িঘড়ি করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করলে দু'টি প্রথম বর্ষ নিয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অন্য এক ঝামেলায় পড়তে হবে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষাকেন্দ্রের অভাব এবং অবকাঠামোগত সমস্যা তো রয়েছেই। সাধারণত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরপরই ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। এ বছর ঘটেছে তার ব্যতিক্রম। এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করারও সুযোগ পায়নি। গত ১৭ দিন ধরে দেশের ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে, আগামী ঈদের আগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে বলে জানা গেছে। বাকি ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে খুললেও ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এখনই কিছু ভাবছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা নিলেও তাদের পড়তে হবে নতুন সঙ্কটে। কেননা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পর শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র সঙ্কটে পড়তে হবে। সাধারণত দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা আগে অনুষ্ঠিত হয়। একই সমস্যায় পড়তে হবে দেশের ৫৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও। নিয়মানুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আগামীকাল ডীনস কমিটি ও সিন্ডিকেটে বৈঠক বসবে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ। বৈঠকের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে ভর্তি পরীক্ষা আগের নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। ভিসি বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গেও আমাদের আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে তিনি জানান। প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি খোলার আগে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই। তবে প্রস্তুতিমূলক কাজ চলতে পারে বলে জানান তারা। ওদিকে শিক্ষক সমিতির নেতারা সম্প্রতি রোজার ঈদের আগে বিশ্ববিদ্যালয় না খোলার পরামর্শ দিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আলতাফ হোসেন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেবে সিন্ডিকেট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর বদিউল আলম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে শিগগিরই সিন্ডিকেট বসবে। তিনি বলেন, আমাদের ভর্তি পরীক্ষা আগের নিয়মেই হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী রোববার ভর্তি কমিটি পরীক্ষার ব্যাপারে বৈঠকে বসবে বলে জানান তিনি।

একদিকে এইচএসসি পাস করা ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে হতাশার মধ্যে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের ব্যাপারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করা দরকার। অবিলম্বে সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আসাদুজ্জামান বলেন, প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঈদের আগে খুলছে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও তারা পরীক্ষা নিতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরো সময়ের দরকার। এ ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা নেয়াটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।